দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ তহবিল

শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ-তহবিল গঠন করা হবে, একথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান। গেলো বুধবার স্কুল ও কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় মন্ত্রী এ তথ্য জানান।

যদিও 'ভাবনাচিন্তা' পর্যায়ের, তবু বিষয়টি অভিনন্দনের। কেননা, এদেশে স্মরণাতীত কাল থেকেই শিক্ষকেরা, বিশেষভাবে স্কুল পর্যায়ের, বঞ্চিত। অবশ্য আদর্শের নামে তাঁদের বঞ্চনাকে করা হয়েছে মহিমমন্ডিত। এক জন শিক্ষক চলমান সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শৌখিন ও উদ্বেল জীবন যাপন করবেন, এ যেন অকল্পনীয়। সংকট যেন তার সৌন্দর্য, বেদনা যেন তাঁর অলংকার। রিক্ততাকে শিক্ষকের মর্যাদার মুকুট করে চাতুর্যের সঙ্গে তাঁর জয়গান গেয়েছে চিরকালের পাষাণ সমাজ। এ কারণেই আমরা দেখেছি—গাঁয়ে-গঞ্জে, শহর-তলিতে, শহরে শিক্ষকদের মধ্যে বৈধব্যের শূন্যতা।

শিক্ষক মানেই কিছু নেই। বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি-সম্পদ এসবের সঙ্গে 'মাস্টারের' যেন বিরোধ থাকতে হবেই। শিক্ষক বরেণ্য হতে পারেন শুধু তাঁর ত্যাগী মনোভাবের জন্য—মানবিক আবেদনের জন্য নয়। যুগ যুগ ধরে শিক্ষককে তাই দেখেছি কেমন করে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে পিঠ দিয়ে রাখতে হয়।

শিক্ষকতা পেশা সম্পর্কে অলিখিতভাবে নির্ধারিত সমাজের এই যে ধারণা, তার পুরোটাই অবাস্তব। কল্পনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়ে দৃষ্টিহীন সমাজ যা করে আসছে, তা কেবল নীতি-বিগর্হিত নয়, রীতিমত অপরাধ। নইলে এ বোধ স্বাভাবিকভাবে বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়, সংসার থেকেও সর্বত্যাগী মনোভাবের হতে পারেন সামান্য সংখ্যক মানুষই এবং তাঁরা হতে পারেন যে কোনো পেশার।

অথচ কেন যেন শিক্ষকদের চোখে বৈরাগ্যের মোহাঞ্জন পরিয়ে শিক্ষকতার পেশাটিকে ধূসর করে রাখা হয়েছে। স্কুলের পাঠ্য বইয়ে 'জীবনের লক্ষ্য'তে আমরা সেই 'আদর্শ' শিক্ষক'কে পাই যার কাছে কেবল আছে ছাত্রদের জীবন গড়ার এবং সমাজের নৈতিকতা উজ্জীবিত রাখার বার্তা, নিজের জীবন ধারণের কথা যদি ভাবতে নেই। যদি তিনি তেমন দাবী তোলেন, তবে তিনি আত্মপর। আত্মপরতা স্বার্থপরতার নামান্তর। তাই তেমন শিক্ষক হবেন তার পেশা ধর্মচ্যুত—অতএব, বিকৃত।

কৌশলের মারপ্যাঁচে এই নিরীহ সম্প্রদায়টি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তাই দেখা যায়, যে যে শিক্ষককে কার্যত নিঃস্ব করে পরানো হয়েছে আদর্শের শিরোপা, তাঁর সম্মান বৃদ্ধি দূরে থাক, কালের কল্যাণে যা ছিল, তাও আর থাকছে না। একদিন শিষ্য গেছে গুরুর গৃহে, আজ গুরু ঘরে ঘরে ফিরছেন শিষ্যের দ্বারে। ছাত্রের পিতার সঙ্গে গৃহ-শিক্ষকের যে সম্পর্ক, তা যেন প্রায় মালিক-কর্মচারীর, কেননা ব্যাপারটি পুরোপুরি অর্থনৈতিক। আজকের শিক্ষকের কাছে ছাত্রের পরিবারের দাবি—জ্ঞানদান নয়, জ্ঞান মূল্যায়নও নয়, শুধু তার 'পাসের মান 'ভালো' করার নিশ্চয়তা বিধান। এ নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিক্ষককে দেয়া হবে নগদ অর্থ, পুরো বিষয়টা যেন দু পক্ষের চুক্তিপত্র। শিক্ষকচিত্তও আজ ছাত্রের শ্রদ্ধাভক্তির জন্য তেমন অধীর নয় যতোটা অধীর তাঁকে ছাত্রের সম্পদশালী পিতার কৃপা লাভের জন্য হতে হয়।

শিক্ষক সমাজের ফসল। তাই আজকের গৃহ শিক্ষক অনায়াসে পত্রিকায় স্টারমার্কস অথবা লেটার মর্কসের শত পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত দেন এবং মূল তাঁর পাদপীঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহেলা করে ব্যক্তিগতভাবে কোচিং সেন্টার খোলেন। এই গৃহশিক্ষকতা ও বিশেষ সেন্টার নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে এবং যাচ্ছে, কিন্তু সমস্যার মূলে কেউ তাকান না বলে এসব আরও বাড়ছেই।

তো এই প্রাইভেট টিউশনি বা প্রাইভেট সেন্টারের সুবিধা কতোজনের? এইটুকু সুযোগ প্রাপ্তরা পুরো শিক্ষক-সমাজের ক' পার্সেন্ট? বিশাল অংশের জন্যে তো ব্যাপারটি উঞ্ছবৃত্তিরই। জীবন ধারণে ক্ষতবিক্ষত শিক্ষক যুগের দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থ। তাঁর এই ব্যর্থতা তাঁর উত্তরসূরীর কাছে পর্যন্ত তাকে করুণার পাত্র করে তুলছে, এ-ও তো সত্য!

কালের যাত্রাধ্বনি কেবল স্নেহ প্রেম ও মানবিক গুণাবলীই কর্পূর করেনি, কর্পূর করেছে এবং মূল্যের সুলভতাও। আজ পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তের মত এ দেশেও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। এই গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছুটা বেতনবিন্যাস হয়েছে মোটামুটি সকল পেশায়। শিক্ষকদেরও।

সত্য বটে, এ জীবিকা আর সব জীবিকার মতোন নয়, এর বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট, তবু এ উড়িয়ে দেয়ার নয়, শিক্ষকবৃন্দও সামাজিক মানুষ। আছে টিকে-থাকার চাহিদা এবং তা নিতান্তই মানবিক। যদিও শিক্ষকদের যে অংশটি সরকারী, তাঁদের জন্য রয়েছে পেনশন, পিএফ গ্র্যাচুইটি—বৃহৎ বেসরকারী অংশের জন্য এসব নেই। জীবনভর ঘাম-ঝরা শ্রম দিয়ে গোধূলি-লগ্নে শূন্যহাতে প্রত্যাবর্তনই যেন বেসরকারী শিক্ষকদের ললাট-লিখন।

এমনিতেই যুগের পরিবর্তনে শেষ জীবনে সন্তানের ওপর নির্ভরতা কী করুণ, তা অবহিত সকলেই, কিন্তু বার্ধক্যের আর্থিক অসহায়তা যে কী ভয়ংকর বড় কঠিন তা কল্পনা করা ও সারাটি জীবন যিনি ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। শেষ জীবনে এমন করে অবমানিত হওয়াই কি তাঁর যোগ্য পুরস্কার?

না। না বলেই আজকের দিনে, আজকের দিনে কেন, আগেও, শিক্ষকতায় এসেও শিক্ষকতাকে আঁকড়ে থাকা সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষেই। শিক্ষকতা 'রেফারেন্স' হিসেবে চমৎকার, ভালো লাগে বলতে 'আমিও শিক্ষক ছিলাম'—কিন্তু, আজীবন শিক্ষকতায় নিমগ্ন থাকা কখনোই যেন গৌরবের নয়।

কেন নয়? এই কেনই সব জিজ্ঞাসা জলের মতো তরল করে জবাব দিয়ে দেয়। ভোগ-বিলাস না হোক, অন্তত জীবনে বেঁচে-থাকা, মর্যাদা না হোক অন্তত জীবনে অসম্মান থেকে রক্ষা পাওয়া—এই হচ্ছে জীবনের ন্যূনতম চাওয়া। এটুকুর নিশ্চয়তাও শিক্ষকের জীবনে কই? শিক্ষকের ব্যক্তিজীবনে বরাদ্দ কেবলি বঞ্চনা আর সংগ্রাম এবং সমাজজীবনে লভ্য কেবল সহানুভূতি ও সমবেদনা।

অথচ তাঁর জন্য আরোপিত কতো কঠিন শর্ত। প্রাপ্তি তাঁর যাই হোক, তিনি থাকবেন আপোসহীন ও অমলিন। সমাজের এ প্রত্যাশা অবশ্যই সুখের কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কিছু দেয়াও তো দরকার শিক্ষকদের? নুন ও পান্তার সাক্ষাৎ না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে হলেও নিদেনপক্ষে ও দুটো তো চাই! মেধাবী ও যোগ্যদের এ পেশায় আকর্ষণ করতে হলে প্রয়োজনীয় সামাজিক মান ও আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষায় 'উন্নত মান' এই পেশার প্রধান দাবী—পরীক্ষায় ফলাফলের হেরফের এ শিক্ষকতায় ঠাঁই মেলে কম। এই যে নিয়ম—তা প্রমাণ করে শিক্ষকতার শ্রেষ্ঠত্ব। এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে এ পেশাকে সব অর্থে মূল্যবান করাই হতে পারে এর প্রতি আকর্ষণের একমাত্র শর্ত।

নইলে কালেই 'ভলো' মানের যাঁরা, তাঁরা চলে যাবেন।

এমন প্রেক্ষিতে শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন স্বস্তির সংবাদ নিঃসন্দেহে। আশা করা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সুন্দর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে সম্ভাব্য সময়ের মধ্যেই।

—হোসনে আরা শাহেদ